বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের নিরীক্ষা প্রতিবেদন

বাংলাদেশ এবং কানাডা সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত

"পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন" এর ৩০-০৪-২০০০ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
(পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)

প্রথম খন্ড

নির্বাহী সারসংক্ষেপ
(Executive Summary)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য	২
ভূমিকা	৩
নিরীক্ষার প্রাথমিক তথ্য	৪
নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ	৫-৬
অনিয়মের কারণ	৭
সুপারিশ	৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) ও ১২৮ (২) অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই বিশেষ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো ।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

বাং
তারিখ----------
খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সালের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী বাংলাদেশ ও কানাডা সরকারের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত আরডি-১২ প্রকল্প, আরবিপি এবং আরবিআইপি-কে নিয়ে গঠিত "পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন" এর হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত ফাউন্ডেশনের ৩০/০৪/২০০০ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ নিরীক্ষায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত মোট ২৭ টি অডিট আপত্তির ভিত্তিতে এই বিশেষ অডিট রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ গভর্ণমেন্ট অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ড, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। মূল আপত্তিসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে এবং পরিশিষ্টসমূহ তৃতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাং

তারিখঃ .....

খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

ভূমিকা

১। দারিদ্র বিমোচন, দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি এবং নারী ও পুরুষের সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১৯৯৯ সনের ২৩ নং আইন দ্বারা গঠিত হয়। বাংলাদেশ ও কানাডা সরকারের অর্থায়নে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত আরডি-১২ প্রকল্প, আরবিপি এবং আরবিআইপি কে নিয়ে উক্ত ফাউন্ডেশন গঠিত হয়।

২। ২৫-১১-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১ তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত ফাউন্ডেশন এর বিশেষ নিরীক্ষা সম্পাদন করার জন্য বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের চার সদস্য বিশিষ্ট একটি নিরীক্ষা দল গঠন করা হয়। বিগত ২৬-১১-২০০৪ খ্রিঃ হতে ০৫-০২-২০০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। নিরীক্ষা দলের কর্ম পরিধিতে (Terms of Reference) ফাউন্ডেশনটির আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট, ব্যয়, তহবিল ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার দক্ষতা, সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত ছিল।

৩। ২১/০৩/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদন (LAR) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব বরাবরে জারী করা হয়। অতঃপর ২৫/০৪/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে LAR এর উপর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের সাথে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরবর্তীতে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ব্রডশীট জবাব প্রেরিত হয়। ব্রডশীট জবাবের উপর বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

৪। এই বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রথম খন্ডে (১) নিরীক্ষার প্রাথমিক তথ্য (২) নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম সমূহ (৩) নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানে অনিয়মের কারণ (৪) নিরীক্ষার সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত আছে। দ্বিতীয় খন্ডে নিরীক্ষায় উদঘাটিত বিষয়াদির বিস্তারিত বিবরণ এবং তৃতীয় খন্ডে প্রয়োজনীয় প্রমাণক সন্নিবেশিত আছে।

নিরীক্ষার প্রাথমিক তথ্য

১।	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন।
২।	নিরীক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য	ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম নিরীক্ষান্তে আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম ও প্রশাসনিক দুর্বলতা উদঘাটন।
৩।	নিরীক্ষার সূত্র	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ২৫/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২১তম বৈঠকের চাহিদা।
৪।	নিরীক্ষার কর্মকাল	২৬-১২-২০০৪ খ্রিঃ থেকে ০৫-০২-২০০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৫ কর্ম দিবস।
৫।	নিরীক্ষিত বৎসর	৩০/০৪/২০০০খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০০৪ খ্রিঃ
৬।	নিরীক্ষা পদ্ধতি	➢ ফাউন্ডেশন আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা। ➢ চাহিদা পত্র জারীর মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ। ➢ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ। ➢ ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উত্থাপিত প্রশ্নাদির স্পষ্টিকরণ।
৭।	নিরীক্ষা দলের সদস্যের নাম	ক) জনাব মোঃ কামরুল আলম, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড)। খ) জনাব কাজি মোঃ ফজলুল করিম, এএন্ডএও, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড)। গ) জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, সুপার ইন চার্জ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড)। ঘ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সুপার ইন চার্জ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড)।

নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
১.	ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি ও অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঞ্চয়ের উপর সুদের হার হ্রাস করায় ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাহত।	পদ্ধতিগত ত্রুটি
২.	অনিয়মিত নিয়োগ।	ঐ
৩.	ক্ষমতা বহির্ভূত পদোন্নতি ।	ঐ
৪.	আর্থিক সুবিধা প্রদান করে ৩০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনিয়মিতভাবে স্বেচ্ছায় অবসর প্রদান।	ঐ
৫.	বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বেতন স্কেল প্রবর্তন না করে অতিরিক্ত বেতনসহ স্কেল নির্ধারণ এবং প্রবিধানমালায় উল্লেখিত জেষ্ঠ্যতা ক্ষুণ্ন করে বেতন নির্ধারণজনিত অনিয়ম।	ঐ
৬.	ফাউন্ডেশন এর স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পূর্বে বিশেষ বর্ধিত বেতন ও পারফরমেন্স বোনাস প্রদান করা হয় যা অনিয়মিত ও আদায়যোগ্য।	১৮.৪০
৭.	চাকুরী হতে ইস্তফাদান কালে নোটিশ-পে কর্তন না করে তিন মাসের গ্রস-পে প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি।	২.২৩
৮.	অনিয়মিতভাবে প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে উৎসব ভাতা প্রদান জনিত ক্ষতি।	০.৬৩
৯.	বীমা কোম্পানীর নিকট হতে প্রফিট কমিশন অনাদায়ী ।	১৪.৮১
১০.	বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে প্রাপ্ত কমিশন সংস্থার রাজস্ব খাতে জমা করা হয়নি।	৮.৬৩
১১.	আয়কর ও ভ্যাটের অর্থ অনাদায়ী থাকায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫৪.৭২
১২.	কার্যাদেশে ভ্যাট ও আয়করের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত অর্থ কর্তন না করায় সরকারের ক্ষতি।	৮.০০
১৩.	অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহার করায়/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত গাড়ী বরাদ্দ দেয়ায় ফাউন্ডেশন এর ক্ষতি।	১৮০.৫০
১৪.	ফাউন্ডেশন এর যানবাহন পুলে প্রাধিকার বহির্ভূত দুটো প্রাডোজীপ রাখায় উক্ত গাড়ীদ্বয় ক্রয় ও জ্বালানী ব্যয় অনিয়মিত।	৫১.৪৫
১৫.	ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ ব্যতিরেকে মালামাল ক্রয়।	৪৩৮.৭৮
১৬.	কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা সরবরাহকারীকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	১.২৬
১৭.	সর্ব নিম্নদর গ্রহণ না করায় সংস্থার ক্ষতি।	১.০০
১৮.	সরকার স্বীকৃত নীতিমালা বহির্ভূত মোবাইল ফোন ক্রয় এবং যথেচ্ছভাবে মোবাইল ব্যবহারের বিল পরিশোধ বাবদ ব্যয়।	২১.৪০
১৯.	অনিয়মিতভাবে অফিস ভাড়া চুক্তিকরণ ও চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে অগ্রিম প্রদান।	৩০.০০

২০.	বোর্ড অব গভর্ণরস এর অনুমোদন ব্যতিরেকে "সিদ্ধান্ত আছে মর্মে" আদেশ জারী করতঃ মর্হাঘ ভাতা প্রদানজনিত অনিয়ম।	পদ্ধতিগত ত্রুটি
২১.	মাঠ সংগঠক কর্তৃক সুদসহ ঋণের সংগৃহীত অর্থ সংস্থার খাতে জমা হয়নি।	৮.১৫
২২.	কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে দেয় অগ্রিম আদায় করা হয়নি।	০.৫০
২৩.	অকেজো (Condemn) ঘোষণা না করে সংস্থার ৬টি চালু গাড়ি বিক্রয়জনিত অনিয়ম।	পদ্ধতিগত ত্রুটি
২৪.	অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারের মাধ্যমে মটর সাইকেল নিবন্ধন করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৩.৬১
২৫.	অনিয়মিতভাবে ষ্টাফ বাস ভাড়া ও স্বল্প যাতায়াত ভাতা বাবদ ব্যয়।	২৩.৩৭
২৬.	বিধি বহির্ভূতভাবে দায়িত্বভাতা পরিশোধ জনিত ক্ষতি।	০.২৭
২৭.	জিওবি তহবিল বাবদ প্রাপ্ত ৭২০.০০ লক্ষ টাকার পৃথক ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ না করায় সমাপনী স্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি এবং উক্ত টাকার ২০০.০০ লক্ষ অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতা খাতে ব্যয় ও ৪৮০.০০ লক্ষ টাকার ব্যয়ের খাত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।	পদ্ধতিগত ত্রুটি
	মোট =	৮৬৭.৭১

অনিয়মের কারণ ঃ

১) সরকারী ও ফাউন্ডেশন আইন এবং বিধি-বিধান অনুযায়ী কার্যসম্পাদন না করা ;

২) বোর্ড অব গভর্ণরস কে এড়িয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বোর্ড অব গভর্ণরস এর সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করা ;

৩) ফাউন্ডেশন এর জনবল কাঠামো সঠিকভাবে অনুসরণ না করা ;

৪) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়া ।

সুপারিশ ঃ

(১) ফাউন্ডেশন আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি/বিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা ;

(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান ;

(৩) ফাউন্ডেশন আইন/প্রবিধানমালার যথাযথ অনুসরণ ;

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ক্ষমতা অর্পন নীতিমালা অনুসরণ ;

(৫) সরকারের রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ফাউন্ডেশনের ক্রয় নীতিমালা ভংগে দোষীদের হতে উক্ত অর্থ আদায় এবং শৃঙ্খলামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(৬) বিধি/বিধান অনুসরণে ক্রয় কাজ সম্পাদন ;

(৭) অনিয়মিত নিয়োগের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ এহেন নিয়োগ বাতিল করা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৫/০৬-৪০৪৬কম/এ-৭০০ বই, ২০০৬।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
নিরীক্ষা প্রতিবেদন

বাংলাদেশ এবং কানাডা সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত

"পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন" এর ৩০-০৪-২০০০ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
(পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)

দ্বিতীয় খন্ড

(নিরীক্ষা প্রতিবেদন)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ	৩-৪
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ	৫
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ	৭-৩৩
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের স্বাক্ষর	৩৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) ও ১২৮ (২) অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই বিশেষ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো ।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

বাং
তারিখ----------
খ্রিঃ

নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
১.	ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি ও অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঞ্চয়ের উপর সুদের হার হ্রাস করায় ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাহত।	পদ্ধতিগত ত্রুটি
২.	অনিয়মিত নিয়োগ।	ঐ
৩.	ক্ষমতা বহির্ভূত পদোন্নতি ।	ঐ
৪.	আর্থিক সুবিধা প্রদান করে ৩০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনিয়মিতভাবে স্বেচ্ছায় অবসর প্রদান।	ঐ
৫.	বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বেতন স্কেল প্রবর্তন না করে অতিরিক্ত বেতনসহ স্কেল নির্ধারণ এবং প্রবিধানমালায় উল্লেখিত জেষ্ঠ্যতা ক্ষুণ্ন করে বেতন নির্ধারণজনিত অনিয়ম।	ঐ
৬.	ফাউন্ডেশন এর স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পূর্বে বিশেষ বর্ধিত বেতন ও পারফরমেন্স বোনাস প্রদান করা হয় যা অনিয়মিত ও আদায়যোগ্য।	১৮.৪০
৭.	চাকুরী হতে ইস্তফাদান কালে নোটিশ-পে কর্তন না করে তিন মাসের গ্রস-পে প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি।	২.২৩
৮.	অনিয়মিতভাবে প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে উৎসব ভাতা প্রদান জনিত ক্ষতি।	০.৬৩
৯.	বীমা কোম্পানীর নিকট হতে প্রফিট কমিশন অনাদায়ী।	১৪.৮১
১০.	বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে প্রাপ্ত কমিশন সংস্থার রাজস্ব খাতে জমা করা হয়নি।	৮.৬৩
১১.	আয়কর ও ভ্যাটের অর্থ অনাদায়ী থাকায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫৪.৭২
১২.	কার্যাদেশে ভ্যাট ও আয়করের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত অর্থ কর্তন না করায় সরকারের ক্ষতি।	৮.০০
১৩.	অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহার করায়/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত গাড়ী বরাদ্দ দেয়ায় ফাউন্ডেশন এর ক্ষতি।	১৮০.৫০
১৪.	ফাউন্ডেশন এর যানবাহন পুলে প্রাধিকার বহির্ভূত দুটো প্রাডোজীপ রাখায় উক্ত গাড়ীদ্বয় ক্রয় ও জ্বালানী ব্যয় অনিয়মিত।	৫১.৪৫
১৫.	ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ ব্যতিরেকে মালামাল ক্রয়।	৪৩৮.৭৮
১৬.	কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা সরবরাহকারীকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	১.২৬
১৭.	সর্ব নিম্নদর গ্রহণ না করায় সংস্থার ক্ষতি।	১.০০
১৮.	সরকার স্বীকৃত নীতিমালা বহির্ভূত মোবাইল ফোন ক্রয় এবং যথেচ্ছভাবে মোবাইল ব্যবহারের বিল পরিশোধ বাবদ ব্যয়।	২১.৪০
১৯.	অনিয়মিতভাবে অফিস ভাড়া চুক্তিকরণ ও চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে অগ্রিম প্রদান।	৩০.০০
২০.	বোর্ড অব গভর্ণরস এর অনুমোদন ব্যতিরেকে "সিদ্ধান্ত আছে মর্মে" আদেশ জারী করতঃ মর্হাঘ ভাতা প্রদানজনিত অনিয়ম	পদ্ধতিগত ত্রুটি

২১.	মাঠ সংগঠক কর্তৃক সুদসহ ঋণের সংগৃহীত অর্থ সংস্থার খাতে জমা হয়নি।	৮.১৫
২২.	কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে দেয় অগ্রিম আদায় করা হয়নি।	০.৫০
২৩.	অকেজো (Condemn) ঘোষণা না করে সংস্থার ৬টি চালু গাড়ি বিক্রয়জনিত অনিয়ম।	পদ্ধতিগত ত্রুটি
২৪.	অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারের মাধ্যমে মটর সাইকেল নিবন্ধন করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৩.৬১
২৫.	অনিয়মিতভাবে ষ্টাফ বাস ভাড়া ও স্বল্প যাতায়াত ভাতা বাবদ ব্যয়।	২৩.৩৭
২৬.	বিধি বহির্ভূতভাবে দায়িত্বভাতা পরিশোধ জনিত ক্ষতি।	০.২৭
২৭.	জিওবি তহবিল বাবদ প্রাপ্ত ৭২০.০০ লক্ষ টাকার পৃথক ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ না করায় সমাপনী স্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি এবং উক্ত টাকার ২০০.০০ লক্ষ অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতা খাতে ব্যয় ও ৪৮০.০০ লক্ষ টাকার ব্যয়ের খাত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।	পদ্ধতিগত ত্রুটি
	মোট =	৮৬৭.৭১

নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ ঃ- ০১

শিরোনামঃ ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি ও অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঞ্চয়ের উপর সুদের হার হ্রাস করায় ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাহত।

বিষয়বস্তুঃ- নিরীক্ষিত সময়ের বোর্ড অব গভর্ণরস এর সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্দেশ্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আদায়যোগ্য ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি এবং গরীব ও অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সঞ্চয়ের উপর প্রদেয় সুদের হার হ্রাস করা হয়েছে।

অনিয়ম

- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৯ অনুযায়ী (১৯৯৯ সনের ২৩ নং আইন যা ১০ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত) ফাউন্ডেশন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃস্থ ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করা। বিগত ১৯ জুন ২০০৪ তারিখে সদস্য কর্তৃক জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর প্রদত্ত সুদের হার ৬% ও ৯% হতে যথাক্রমে ৫% ও ৬% এ হ্রাস করা হয়।

- অন্যদিকে ঋণ গ্রহীতা হতে আদায়যোগ্য ঋণের সুদের হার জুন ১৮/২০০২ তারিখে ৮% হতে ১২% Flat rate (যা সরলসুদে ২৪%) এ উন্নীত করা হয় যা অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সেবার সহায়ক নয়।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ- ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ফাউন্ডেশন এর ঋনের সুদের হার এখনও কম। উদাহরণ স্বরূপ BRAC ১৫% এবং PKSF এর সকল Partner দের সুদের হার ১২% এর অধিক। সঞ্চয়ের সুদের হার কমানোর পরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফাউন্ডেশন এর অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক স্বনির্ভরতা অর্জন।

অডিটের মন্তব্যঃ- অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সুদের বিনিময়ে ধার করা অর্থ হতে ঋণ দান করে অথচ ফাউন্ডেশন, সরকার ও সিডা হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলে অন্যান্য সংস্থার সাথে তুলনা সঠিক নয়। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করলে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য প্রদত্ত ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি এবং জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর সুদের হার কমানোর প্রয়োজন হত না।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- ফাউন্ডেশন এর কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং অপব্যয়/অপচয় পরিহারের মাধ্যমে স্বনিভরতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত এবং সুদের হার পুনঃ নির্ধারণের বিষয়টি বোর্ডের বিবেচনা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ০২

শিরোনামঃ অনিয়মিত নিয়োগ।

বিষয়বস্তুঃ- নিয়োগ সংক্রান্ত ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে উল্লেখযোগ্য অনিয়মের মাধ্যমে ৪৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

অনিয়মঃ

- নির্ধারিত সময়ে আবেদন না করা সত্ত্বেও নিয়োগদান।
- প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগদান।
- নিম্নপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে উচ্চ পদে নিয়োগদান।
- অভিজ্ঞতার সনদ/শিক্ষাগত সনদ না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগদান।
- শিক্ষানবীশকাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই চাকুরী নিয়মিত করণ।
- ফাউন্ডেশনের বেতন স্কেল অনুসরণ না করে উচ্চতর বেতনে নিয়োগদান।
- নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করে অন্য পদে নিয়োগদান, ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট "ক ১-৮ "তে ৪৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামের পার্শ্বে অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এ সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব মোশারফ হোসেন, পরিচালক এবং বেগম রাজিয়া সুলতানা লুনা, ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ- ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগদান করার ক্ষমতা প্রাপ্ত বিধায় উপরোক্ত নিয়োগ প্রদান করেছেন। সর্বশেষ জবাবে বলা হয়েছে, ফাউন্ডেশনের প্রতিটি নিয়োগকে অধিক ফলপ্রসূ করার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ফাউন্ডেশনের স্বার্থে ফাউন্ডেশনের নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে কিছু অনাকাঙ্খিত ভুল কিংবা সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা আগামীতে বাস্তবায়নে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- ফাউন্ডেশন আইন ও প্রবিধানমালায় প্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে উক্ত নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত **পরিশিষ্ট (ক ১-৮)** তে দেয়া আছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- বিধি বহির্ভূত নিয়োগ বাতিল, নিয়োগ প্রাপ্তদের গৃহীত সকল টাকা আদায়,তাদের চাকুরীচ্যুতি ও নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হোক।

অনুচ্ছেদঃ- ০৩

শিরোনামঃ ক্ষমতা বহির্ভূত পদোন্নতি ।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে পদোন্নতি সংক্রান্ত নথি, ফাউন্ডেশন এর প্রবিধানমালা ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন অফিস আদেশের মাধ্যমে প্রায় ১৪৭২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। (বিস্তারিত **পরিশিষ্ট (খ-১-২)** তে উল্লেখ করা হয়েছে) ।

অনিয়মঃ

- ফাউন্ডেশন এর প্রবিধানমালা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ ও পদোন্নতির মাপকাঠি নির্ধারণের একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হচ্ছে বোর্ড অব গভর্ণরস।

- পদোন্নতির বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক কোন মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়নি এবং বোর্ড কর্তৃক উক্ত পদোন্নতি অনুমোদিত হয়নি।

- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মাপকাঠির ব্যত্যয় ঘটিয়ে কয়েকজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজন কর্মকর্তার নামসহ অনিয়ম **পরিশিষ্ট 'গ'**তে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব মোশারফ হোসেন, পরিচালক এবং বেগম রাজিয়া সুলতানা লুনা ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ প্রবিধানমালায় পদোন্নতির ও অভ্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার মাপকাঠি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে বলা হয়েছে। তবে কার্যক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। বোর্ডের কোন লিখিত অনুমোদন নেয়া হয়নি। সর্বশেষ জবাবে বলা হয়েছে, বিষয়টি নিয়মিত ও সিদ্ধ করার জন্য আগামী বোর্ড সভায় এ পর্যন্ত দেয়া সকল পদোন্নতির ব্যাপারে পোষ্ট ফ্যাক্টো অনুমোদন নেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

অডিট মন্তব্যঃ জবাবে কর্তৃপক্ষ পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়ম স্বীকার করেছেন।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অনিয়মিত পদোন্নতি বাতিল করতঃ উক্ত অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ০৪

শিরোনাম ঃ আর্থিক সুবিধা প্রদান করে ৩০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনিয়মিতভাবে স্বেচ্ছায় অবসর প্রদান।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বোর্ড অব গভর্ণরস এর সিদ্ধান্তসমূহ এবং স্বেচ্ছা অবসরসংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, একদিকে ২০০১ খ্রিঃ সালে ১৪৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ২০০৩ খ্রিঃ সালে ১৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্বেচ্ছা অবসর প্রদান করা হয় এবং অন্যদিকে ০১-০৭-২০০০ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে প্রায় ৩৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়।

অনিয়মঃ উক্ত স্বেচ্ছা অবসর এর বিষয়ে নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ-

- ২০০১ খ্রিঃ সালে স্বেচ্ছা অবসর এর বিষয়ে বোর্ড অব গভর্ণরস এর অনুমোদন নেয়া হয়নি।
- ২০০৩ খ্রিঃ সালে উক্ত অবসর প্রদানকৃত জনবলকে বোর্ডের নিকট উদ্বৃত্ত (Surplus) হিসেবে দেখানো হয়। Surplus লোকবল বিদায় করে নতুন লোকবল নিয়োগের অবকাশ না থাকা সত্ত্বেও নতুন লোক নিয়োগ করা হয়, যা অনিয়মিত।
- মার্চ ১৯,২০০৩ খ্রিঃ-এ- অনুষ্ঠিত ১৪ তম বোর্ড সভায় স্বেচ্ছা অবসর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত-৫ হতে দেখা যায় বোর্ড কর্তৃক Policy review করা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের views পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় উল্লেখ আছে। অথচ উক্ত বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অননুমোদিত অবস্থায়ই ২৬-৪-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ হতে স্বেচ্ছা অবসর কর্মসূচী কার্যকর করা হয়। বিষয়টি হতে স্পষ্ট হয় যে যথাযথভাবে review না করেই নতুন জনবল নিয়োগের জন্য উক্ত স্বেচ্ছা অবসর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়, যার ফলে সংস্থার বিপুল পরিমান আর্থিক সংশ্লেষ ঘটে।

এ সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব মোশারফ হোসেন, পরিচালক এবং বেগম রাজিয়া সুলতানা লুনা ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ - ২০০১ খ্রিঃ সালের যাবতীয় কাগজপত্র কানাডিয়ান রির্সোস টীম হতে ফাউন্ডেশনে স্থানান্তর করা হয়নি বিধায় বিস্তারিত জবাব প্রদান সম্ভব নয়। ২০০৩ খ্রিঃ সালের বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের ১ম লাইনে উদ্বৃত্ত বলা হলেও দ্বিতীয় লাইনে নন-পারফর্মিং কর্মীর বিষয় বলা আছে এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মতিতেই বোর্ড মিটিং এর পূর্বেই স্বেচ্ছা অবসর বাস্তবায়ন করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ফাউন্ডেশন হতে উক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সুতরাং যাবতীয় কাগজপত্র ফাউন্ডেশনে থাকার নিয়ম। উদ্বৃত্ত দেখানো জনবলকে অবসর দিয়ে তাদের বিপরীতে নতুন নিয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রদত্ত অবসর সুবিধা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ০৫

শিরোনাম ঃ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বেতন স্কেল প্রবর্তন না করে অতিরিক্ত বেতনসহ স্কেল নির্ধারণ এবং প্রবিধানমালায় উল্লেখিত জেষ্ঠ্যতা ক্ষুণ্ন করে বেতন নির্ধারণজনিত অনিয়ম।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত, ফাউন্ডেশন এর প্রবিধানমালা এবং অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের ২৮ জুন/২০০১ তারিখে জারীকৃত ফাউন্ডেশন বেতন স্কেল-২০০১ পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মঃ

- বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া বেতন স্কেলে ব্যবস্থাপক গ্রেড-১ এর বেতন স্কেল ছিল ১৬,৫০০-৪৭৫×২০-২৬,০০০ অথচ আদেশ জারী করা হয়েছে ১৯,৫০০-৬০০×২৪-৩৩,৯০০।

- বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া বেতন স্কেলে ব্যবস্থাপক গ্রেড-২ এর বেতন স্কেল ছিল ১৩৭০০-৪৪০×২০-২২,০০০। অথচ আদেশ জারী করা হয়েছে ১৬৫০০-৫০০×২৪-২৮৫০০।

- এল ডি মুদ্রাক্ষরিকদের গ্রেড ১৩ তে অর্থ্যাৎ ২৮০০-১০০×৪৮০০ স্কেলে বেতন নির্ধারণের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪০০-১৫০×২৪-৬০০০ স্কেলে।

- সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত ০১-০৭-২০০১ খ্রিঃ তারিখে ১টি বর্ধিত বেতন প্রদান করা হয়।

- প্রবিধানমালায় উল্লেখিত ২৭ নং কর্মকর্তাকে ৮ম গ্রেড অথচ ২৬ নং কর্মকর্তাকে ৯ম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হয়।

- প্রবিধানমালায় উল্লেখিত ৩০,৩১ ও ৩২ নং কমকর্তাকে ৯ম গ্রেড অথচ ২৯ নং- কর্মকর্তাকে ১০ম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হয়।

- বার্ষিক বর্ধিত বেতনের ক্ষেত্রে সকল স্তরেই অনুমোদিত হারের অধিক হার প্রদান করতঃ বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয়।

এ সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব ফজলুল হক খান, পরিচালক এবং জনাব মদন মোহন সাহা ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ - ৩০-৬-২০০১ খ্রিঃ তারিখের নবম বোর্ড সভার উত্থাপিত খসড়া বেতন স্কেল বোর্ড সভার ২নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে সমন্বয় সাধনপূর্বক সার্কুলার জারি করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ নবম বোর্ড সভায় বেতনস্তর কমিয়ে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ বেতন বাড়িয়ে সমন্বয় সাধন করেছেন।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অবিলম্বে বোর্ডের বেতন কাঠামো অনুসরণকরতঃ অতিরিক্ত প্রদত্ত বেতন আদায় করা আবশ্যক এবং উক্ত বিষয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৬

শিরোনাম ঃ ফাউন্ডেশন এর স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পূর্বে বিশেষ বর্ধিত বেতন ও পারফরমেন্স বোনাস বাবদ টাকা ১৮,৪০,৩২৮.০০ প্রদান যা অনিয়মিত ও আদায়যোগ্য।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে অনিয়মিতভাবে বিশেষ বর্ধিত বেতন এবং পারফরমেন্স বোনাস প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মঃ

- ৫ জন কর্মকর্তাকে জুলাই/২০০২ খ্রিঃ এবং ১ জন কর্মকর্তাকে জুলাই/২০০৩ খ্রিঃ মাস হতে বর্ধিত বেতন প্রদান করা হয় যা অনিয়মিত। ষষ্ঠ বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতন পুনঃ নির্ধারনের ক্ষমতা বোর্ড অব গভর্ণরস এর অথচ এ ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন নেয়া হয়নি।

- ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কে ২০০২-২০০৩ খ্রিঃ এবং ২০০৩-২০০৪ খ্রিঃ অর্থ বছরে ১৮,০৭৫.০০ ও ১৮,২২,২৫৩.০০ টাকা যথাক্রমে পারফরমেন্স বোনাস দেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার ও সিডা (CIDA) এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত এই ফাউন্ডেশন এর স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পূর্বে অর্থাৎ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনে সক্ষমতা অর্জনের পূর্বে এই ধরণের বোনাস প্রদান করা স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পরিপন্থী। অধিকন্তু, বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন নেয়া হয়নি।

এ সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জনাব মোশারফ হোসেন ও জনাব ফজলুল হক খান পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ - ফাউন্ডেশন এর প্রবিধান মালা ২৩(৪) এবং ২৮(১) অনুযায়ী যথাক্রমে অতিরিক্ত বর্ধিত বেতন ও বোনাস প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- ২৩(৪) ধারায় বলা আছে প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য ফাউন্ডেশন উহার কোন কর্মচারীকে বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করতে পারবে এবং ২৮(১) এ বলা আছে অসাধারণ কোন কর্ম অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা বা উন্নয়নমূলক কর্মসম্পাদনের জন্য সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করতে পারবে। অথচ যাদের বোনাস বা বর্ধিত বেতন প্রদান করা হয়েছে তাদের দ্বারা অসাধারণ কোন কর্ম সম্পাদিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অবিলম্বে উক্ত অর্থ আদায় করতঃ দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-০৭

শিরোনাম ঃ চাকুরী হতে ইস্তফাদান কালে নোটিশ-পে কর্তন না করে তিন মাসের গ্রস-পে প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি টাকা ২,২৩,০০০.০০।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, নোটিশ-পে কর্তন না করে গ্রস-পে প্রদান করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মঃ

- প্রাক্তন পরিচালক (মানবসম্পদ) বেগম কিশওয়ার সুলতানা সাইদ এর ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে তিনি বিগত ৩০-০৬-২০০২ খ্রিঃ তারিখে ফাউন্ডেশন হতে পদত্যাগ করেন।

- ফাউন্ডেশন এর বিধিমালা অনুযায়ী নোটিশ প্রদান ব্যতীত পদত্যাগের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক একমাসের নোটিশ-পে প্রদান করার বিষয় উল্লেখ আছে। অথচ নোটিশ-পে আদায় না করে অতিরিক্ত তিন মাসের মোট বেতন বাবদ ১,৮১,০০০.০০ টাকা প্রদান করতঃ পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়।

- প্রদানকৃত তিন মাসের সাকুল্য বেতন ১,৮১,০০০.০০ ও নোটিশ-পে বাবদ অকর্তনকৃত ৪২,০০০.০০ অর্থাৎ মোট টাকা ২,২৩,০০০.০০ ফাউন্ডেশন এর ক্ষতি সাধিত হয়।

উক্ত সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় Special ক্ষমতাবলে ৩ মাসের সর্বসাকুল্য বেতন মঞ্জুর করেছেন। সর্বশেষ জবাবে বলা হয়, বেগম কিশওয়ার সুলতানা সাঈদ পদত্যাগ করেন। তাঁকে ফাউন্ডেশন চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০১ এর ৬১ (২) ধারা মোতাবেক চাকুরী হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- ফাউন্ডেশন আইন ও বিধিমালার কোথাও উক্ত Special ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। ৩০/০৬/২০০২ খ্রিঃ তারিখের পত্রযোগে পদত্যাগ করায় ৬১(২) ধারা প্রযোজ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ০৮

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ৬৩,০৯৬.০০ টাকা উৎসব ভাতা প্রদান জনিত ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ কিউ সিদ্দিকী কে অনিয়মিতভাবে ৬৩,০৯৬.০০ টাকা উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মঃ

- জনাব এ কিউ সিদ্দিকী ১ আগষ্ট ২০০০ সালে পিডিবিএফ এ যোগদান করেন এবং ০৭-০১-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ইস্তফা দেন। নিয়োগের শর্তানুযায়ী তিনি বৎসরে দুটি উৎসব ভাতা প্রাপ্য। সেমতে তিনি ৩ বৎসর ৫ মাস চাকুরী কালে মোট ৭টি উৎসব ভাতা গ্রহণ করেন।

- ইস্তফাদানের প্রায় এক মাস পর অনুষ্ঠেয় ঈদের জন্য তাকে আংশিক হারে ঈদ বোনাস বাবদ ভাউচার নং ৮৪৬ তাং ১৫-১-২০০৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মোট ৬৩,০৯৬.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। (মূল বেতন ৭০,০০০.০০ টাকা)।

এ সময়ে জনাব আমজাদ হোসেন, পরিচালক (অর্থ) পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ ফাউন্ডেশন বিধিমালা ২০০১ এর ধারা ২৪(৩) অনুযায়ী চূড়ান্ত দাবী পরিশোধের পূর্বে আংশিক বোনাস প্রদানের নিয়ম থাকায় উক্ত বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ - ফাউন্ডেশন এর চাকুরী বিধিমালা ২০০১ এর ধারা ২৪(৩) অনুযায়ী চূড়ান্ত দাবী পরিশোধের পূর্বে আংশিক বোনাস প্রদানের নিয়ম থাকলেও তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের চাকুরী তাঁর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। সে অনুযায়ী তিনি আংশিক বোনাস প্রাপ্য নন যা তাকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ চুক্তির শর্তের বাইরের পরিশোধিত অর্থ আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ০৯

শিরোনাম ঃ বীমা কোম্পানীর নিকট হতে প্রফিট কমিশনের ১৪,৮০,৫৯১.০০ টাকা অনাদায়ী।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে বীমা কোম্পানীর নিকট হতে প্রফিট কমিশনের ১৪,৮০,৫৯১.০০ টাকা আদায় করা হয়নি।

অনিয়মঃ

- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গোষ্ঠী বীমার নথি নং প্র-২২/২০০০ পর্যালোচনায় দেখা যায়, গোষ্ঠী বীমার প্রিমিয়াম বাবদ জীবন বীমা কর্পোরেশনকে ০১-১০-১৯৯৯ খ্রিঃ হতে ৩০-০৯-২০০২ খ্রিঃ সময়ের জন্য ২৪,৬৭,৬৫১.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।

- চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদ শেষে বীমা কোম্পানীর নিকট হতে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ৬০% ভাগ প্রফিট কমিশন হিসেবে ফেরত প্রাপ্য। এ বাবদ (২৪,৬৭,৬৫১×৬০%)=১৪,৮০,৫৯১.০০ টাকা চুক্তির মেয়াদ ৩০-৯-০২ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আদায় করা হয়নি।

এ সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন জনাব এ কিউ সিদ্দিকী ও পরিচালক পদে ছিলেন জনাব মোশারফ হোসেন।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ- জীবন বীমা কর্পোরেশন থেকে প্রফিট কমিশন পাওয়া যাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- জবাব স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে উক্ত অর্থ আদায় করে ফাউন্ডেশনের রাজস্ব খাতে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে প্রাপ্ত কমিশনের ৮,৬৩,৪২৫.০০ টাকা সংস্থার রাজস্ব খাতে জমা করা হয়নি।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে প্রাপ্ত কমিশনের ৮,৬৩,৪২৫.০০ টাকা সংস্থার রাজস্ব খাতে জমা করা হয়নি।

অনিয়মঃ

- গোষ্ঠী বীমার নথি নং প্র-২২/২০০০ পর্যালোচনায় দেখা যায়, জীবন বীমা কর্পোরেশন থেকে ১-১০-৯৪ খ্রিঃ হতে ৩০-৯-৯৯ খ্রিঃ সময়ের গোষ্ঠী বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধের বিপরীতে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রফিট কমিশন বাবদ ২৮-১০-২০০১ খ্রিঃ তারিখের চেক নং- ৪৯২১৬৮৯ মারফত ৮,৬৩,৪২৪.৮৩ টাকা পাওয়া যায়।

- প্রাপ্ত টাকা সংস্থার রাজস্ব খাতে জমা না করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলে জমা করা হয়েছে। যেহেতু বীমার প্রিমিয়াম সংস্থার তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে সেহেতু এর বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থ সংস্থার রাজস্ব খাতে জমাযোগ্য।

এ সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন জনাব এ কিউ সিদ্দিকী।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ- নির্বাহী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গোষ্ঠী বীমা হতে প্রফিট কমিশন বাবদ প্রাপ্ত টাকা কল্যাণ তহবিল হিসেবে জমা করা হয়েছে। এ ব্যয় বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ- প্রিমিয়াম সংস্থার বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজস্ব চাঁদা হতে প্রদান করা হয়নি বিধায় সংস্থার রাজস্ব খাতে এ আয় জমাযোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- কল্যাণ তহবিল হতে উক্ত অর্থ সংস্থার রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-১১

শিরোনামঃ আয়কর ও ভ্যাটের অর্থ অনাদায়ী থাকায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫৪,৭১,৭৩৩.০০ টাকা।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন বিল ভাউচার হতে দেখা যায় যে অর্থ পরিশোধকালে কর্তনযোগ্য ভ্যাট ও আয়করের অর্থ আদায়/কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মঃ

- বর্ণিত সময়ে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন ও সেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে সেবাদানকারী, সরবরাহকারীর অনুকূলে অর্থ পরিশোধকালে পরিশোধিত অর্থ থেকে দফাওয়ারী, হার অনুযায়ী আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

- ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নামে অর্থ পরিশোধের কোন খতিয়ান সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে আয়কর কর্তন আংশিকভাবে করা হয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তন/আদায় করা হয়নি।

- ক্ষেত্র বিশেষে সরবরাহকারীকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যা আইনের পরিপন্থী। সংস্থাওয়ারী ভ্যাট বাবদ অনাদায় ৩০,৩৬,২৪৬.০০ টাকা এবং আয়কর বাবদ অনাদায় ২৪,৩৫,৪৮৭.০০ টাকার বিবরণ **পরিশিষ্ট (ঙ ১-১৯)** তে দেয়া হলো।

উক্ত সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, ব্যবস্থাপক জনাব আমিনুল হক এবং ব্যবস্থাপক জনাব এস এম আজমল হোসেন কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ যে সকল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের দরপত্রে ভ্যাট যোগ করা ছিল না সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মূল দাখিলকৃত বিলের অংকের সাথে ভ্যাটের অর্থ যোগ করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এটলাস বাংলাদেশ সরকারী প্রতিষ্ঠান, উহা সরাসরি ভ্যাট দিয়ে থাকে। ওরিয়েন্ট এর ২০০৩-০৪ খ্রিঃ সালের ভ্যাট মওকুফ সংক্রান্ত একটি চিঠি এনবিআর-এ- উপস্থাপন করা আছে। মটোড্রাইভ ও নাভানা নিজস্ব উদ্যোগে ভ্যাট জমা করে বিলের সাথে চালান দাখিল করায় পুনরায় ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- সরবরাহকারীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত বিলের অংকের সাথে ভ্যাটের অর্থ যোগ করে বিল পরিশোধ করা বিধি সম্মত নয় এবং যে সকল সংস্থা কর্তৃক সত্যায়নকৃত চালানের মাধ্যমে ভ্যাটের অর্থ জমা প্রদান করেছে সেই পরিমাণ অর্থ আপত্তিতে অন্তভূর্ক্ত করা হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- আয়কর ও ভ্যাট এর অর্থ দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সত্তর সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-১২

শিরোনাম ঃ কার্যাদেশে ভ্যাট ও আয়করের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত অর্থ কর্তন না করায় ৭,৯৯,৫৪৭.০০ টাকা সরকারের ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৭,৯৯,৫৪৭.০০ টাকা কর্তন করা হয়নি।

অনিয়মঃ

- গাড়ী ক্রয়ের ভাউচার নং ৩২৮ তাং ১১-১২-২০০০ খ্রিঃ, ৩৫২ তাং ২০-১২-২০০০ খ্রিঃ এবং ৩৩৪ তাং ১৪-১২-২০০০ খ্রিঃ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ক্রয়াদেশ নং ২৯ তাং ৭-১০-২০০০ খ্রিঃ এর বিপরীতে M/S Motodrive থেকে ভ্যাট বাবদ ৩,০২,৬৭০.০০ টাকা এবং আয়কর বাবদ ৪,৩০,৫৬০.০০ টাকা ও M/S Rangs Ltd. থেকে ভ্যাট বাবদ ৩৯,৭৯০.০০ টাকা এবং আয়কর বাবদ ২৬,৫২৭.০০ টাকা কার্যাদেশের মন্তব্য কলামে উল্লেখ্য থাকা সত্ত্বেও কর্তন করা হয়নি।

- সরকারের ভ্যাট বাবদ ৩,৪২,৪৬০.০০ টাকা এবং আয়কর বাবদ ৪,৫৭,০৮৭.০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

উক্ত সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জনাব আমিনুল হক ও জনাব এস এম আজমল হোসেন ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ কার্যাদেশের শর্ত মোতাবেক আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ ২০০০ সালে অনাদায়কৃত অর্থ এখনো (২০০৫ সাল) আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আয়কর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ সংশ্লিষ্ট অর্থ সরকারী রাজস্ব খাতে জমাদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১৩

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহার করায়/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত গাড়ী বরাদ্দ দেয়ায় ফাউন্ডেশন এর ক্ষতি ১,৮০,৫০,০০০.০০ টাকা।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে অনিয়মিতভাবে গাড়ী ব্যবহার করায় ১,৮০,৫০,০০০.০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মঃ গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত নথি ও গাড়ীর লগবহি পরীক্ষায় নিম্নোক্ত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

- বোর্ড অব গভর্ণরস্ এর অনুমোদন ব্যতীত যানবাহন নীতিমালা প্রবর্তনকরতঃ ১১টি গাড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রদান করা হয় যা প্রাপ্যতার অতিরিক্ত। যার মোট মূল্য টাকা ১,৮০,৫০,০০০.০০।

- ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রবর্তিত যানবাহন ব্যবহার নীতিমালা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকেই প্রবর্তন করা হয় যা অনিয়মিত।

- গাড়ী নং- ১১-৮৮৮৩, পরিচালক (মানব সম্পদ) কর্তৃক অফিসের কাজে ব্যবহারের বিধান থাকিলেও উক্ত গাড়ীটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, বি-বাড়ীয়া ইত্যাদি স্থানে আসা যাওয়ায় ব্যবহার করা হয়।

এ সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জনাব মোশারফ হোসেন, পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ - যানবাহন নীতিমালা ও সিডার সহিত চুক্তিপত্র এবং বাজেট থাকা সাপেক্ষে যানবাহন ক্রয় ও ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ যানবাহন নীতিমালা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ যানবাহন নীতিমালা অবিলম্বে বোর্ডের নিকট পেশ করা আবশ্যক এবং অপচয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১৪

শিরোনামঃ ফাউন্ডেশন এর যানবাহনপুলে প্রাধিকার বহির্ভূত দুটো প্রাডোজীপ রাখায় উক্ত গাড়ীদ্বয় ক্রয় বাবদ ৫১,৪৫,০০০.০০ টাকার খরচ এবং জ্বালানী ব্যয় অনিয়মিত।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচারাদি ও নথিপত্র হতে দেখা যায় যে ৫১,৪৫,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে ক্রীত প্রাডো জীপ গাড়ী অনিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অনিয়মঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে ৩ জন পরিচালকের জন্য ৩টি সহ মোট ৪টি গাড়ী দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এতদভিন্ন যানবাহনপুলে একটি মাইক্রোবাসও রয়েছে। উহার অতিরিক্ত দুটো প্রাডো জীপ পুলে ন্যস্ত করা হয়েছে যার ক্রয়মূল্য ৫১,৪৫,০০০.০০ টাকা। গাড়ী ক্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ-

চালান নং	তারিখ	গাড়ী নং	ভাউচার নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ
১। এনভি/এএল/২১/০০-০১	২৫/১০/০০ খ্রিঃ	ঢাকা মেট্রো-ঘ ১১-৩১০৬	০২৫১	২৬/১০/২০০০ খ্রিঃ	২৮,৫০,০০০.০০
২। এনভি/এস/৭৯/০৩-০৪	৩১/৫/০৪ খ্রিঃ	,, ১১-৫৩৫১	১৩১৬	০৭/০৬/২০০৪ খ্রিঃ	২২,৯৫,০০০.০০
				সর্ব মোট টাকা = ৫১,৪৫,০০০.০০	

- কর্মকর্তাগণের নামে গাড়ী বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও যানবাহনপুলে ষ্টাফ বাসের অতিরিক্ত দুটো প্রাডো জীপ গাড়ী ক্রয় বাবদ ৫১,৪৫,০০০.০০ টাকার ব্যয় এবং গাড়ী দুটির জ্বালানী ব্যয় অনিয়মিত।

উক্ত সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ - প্রাডো জীপ দুটি মাঠের পরিদর্শন কাজে ব্যবহার করা হয়। মোট ৩টি গাড়ী মাঠের কাজ তদারকির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- লগবহি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে আঞ্চলিক কার্যালয়ে গাড়ি থাকা সত্ত্বেও গাড়ী দুটো ময়মনসিংহ, জামালপুর, বাগেরহাট, যশোর, বরিশাল, দিনাজপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করেছে, সে সকল স্থানে রেলযোগাযোগ বিদ্যমান এমন কি উত্তম সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিদ্যমান। রেল এবং উত্তম সড়ক যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও গাড়ী নিয়ে আঞ্চলিক কার্যালয়ে যাতায়াত দারিদ্র বিমোচনের পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- প্রাধিকার অনুযায়ী যানবাহন পুলে গাড়ী সংরক্ষণ এবং প্রাডোজীপের অপচয়জনিত যাতায়াত রোধ করার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১৫

শিরোনাম ঃ ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ ব্যতিরেকে ৪,৩৮,৭৭,৮৩৩.০০ টাকার মালামাল ক্রয়।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায়, ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ ব্যতিরেকে ৪,৩৮,৭৭,৮৩৩.০০ টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।

অনিয়মঃ

- মালামাল ক্রয়ের বিভিন্ন নথি পত্র, ভাউচার, কার্যাদেশ ইত্যাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায়, যথাযথভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করে এবং দরপত্র আহবান ছাড়াই একক দরদাতার নিকট থেকে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। বিস্তারিত **পরিশিষ্ট "চ,ছ,জ"**তে দেখানো হয়েছে।
- প্রতিযোগিতাবিহীন মালামাল ক্রয়ের ফলে সংস্থা সঠিক দর প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ দাতা সংস্থার পরামর্শক্রমে কমিটি গঠনপূর্বক ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়নীতি মালা প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় ক্রয় কমিটি কর্তৃক দর অনুমোদনক্রমে ক্রয় করা হয়েছে। টেলিফোন ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দর পত্র আহবান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- ক্রয় নীতিমালা প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় নীতিমালা অনুসরণীয় ছিল। টেলিফোন বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দর আহবান কোন স্বীকৃত পদ্ধতি নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ ক্রয়নীতি অনুসরণ না করে মালামাল ক্রয়ের জন্য দায়দায়িত্ব নিরূপণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১৬

শিরোনাম ঃ কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা সরবরাহকারীকে ১,২৫,৮১৮.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা সরবরাহকারীকে ১,২৫,৮১৮.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মঃ

- M/S Butterfly Marketing থেকে ২টি এসি ক্রয়ের ভাউচার নং ১৪৬৪ তাং ০৫-০৩-২০০২ খ্রিঃ, M/S Orient Computer Ltd. থেকে কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস ক্রয়ের ভাউচার নং ১৩১৩ তাং ৬-৬-০৪ খ্রিঃ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রথম সরবরাহকারীকে কার্যাদেশ মূল্য ১,৪৩,৯২০.০০ টাকার স্থলে ১,৫০,৯২০.০০ টাকা এবং দ্বিতীয় সরবরাহকারীকে কার্যাদেশ মূল্য ২০,৬৬,৪০০.০০ টাকার স্থলে ২১,৮৫,২১৮.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- উভয় সরবরাহকারীকে কার্যাদেশ অপেক্ষা (৭,০০০+১,১৮,৮১৮)=১,২৫,৮১৮.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

এ সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী এবং ম্যানেজার পদে জনাব এস এম আজমল হোসেন কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ - M/S Orient Computer ভ্যাট ও আয়কর সংযুক্ত করে মূল্য উদ্ধৃত না করায় তাকে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ অধিক মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ এসি সরবরাহকারীকে কার্যাদেশ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিশোধের কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। M/S Orient এর নিকট থেকে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করে তা প্রদান করার কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণকরতঃ দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১৭

শিরোনাম ঃ সর্বনিম্ন দর গ্রহণ না করায় সংস্থার ১,০০,৪০৫.০০ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, সর্বনিম্ন দর গ্রহণ না করায় সংস্থার ১,০০,৪০৫.০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মঃ

- ২০০৩-২০০৪ সালের ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার ছাপানোর বিল/ভাউচার, টেন্ডার, তুলনামূলক বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ২০০৩ সালের ক্যালেন্ডার এর জন্য M/S গ্রামীণ সামগ্রী ৩,৭৯,২৫০.০০ টাকা দর উদ্ধৃত করে সর্বনিম্ন হওয়া সত্ত্বেও M/S প্রেসম্যান এন্টারপ্রাইজ ও M/S ঝর্ণা এন্টারপ্রাইজের নিকট থেকে উহা ২৭,৭২৫.০০ টাকা বেশী দিয়ে অর্থ্যাৎ ৪,০৬,৯৭৫.০০ টাকা দিয়ে ছাপানো হয়।

- ২০০৪ সালের ডায়েরী ও ক্যালেন্ডারের জন্য M/S হাবিব প্রেস লিঃ ৩,২৫,০১০.০০ টাকা দর উদ্ধৃত করে সর্বনিম্ন হওয়া সত্ত্বেও M/S গ্রাফোসম্যান প্রিন্টিং এবং এভারগ্রিন প্রিন্টিং এর নিকট থেকে ৭২,৬৮০.০০ টাকা বেশী দিয়ে উহা ৩,৯৭,৬৯০.০০ টাকায় ছাপানো হয়।

- সর্বনিম্ন দরে না ছাপানোর ফলে সংস্থার (২৭,৭২৫+৭২,৬৮০)= ১,০০,৪০৫.০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়।

এ সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন পরিচালক এবং জনাব এস এম আজমল হোসেন ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ M/S গ্রামীন সামগ্রী ২০০৩ খ্রিঃ সালের ক্যালেন্ডার ও ডায়েরী সময়মত শেষ করতে পারবে না বলে মৌখিকভাবে জানানোর কারনে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতার মাধ্যমে কাজ করানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ মৌখিকভাবে অপারগতা প্রকাশ করার কোন ভিত্তি নেই। M/S হাবিব প্রেস লিঃ সম্বন্ধে জবাবে কিছু বলা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সর্বনিম্ন দর গ্রহণ না করে সংস্থার ক্ষতি সাধনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-১৮

শিরোনামঃ সরকার স্বীকৃত নীতিমালা বহির্ভূত মোবাইল ফোন ক্রয় বাবদ ৪,৮৪,০৭৯.০০ টাকা এবং বিল বাবদ ১৫,৬৯,৯৮১.০০ টাকা ব্যয়। যথেচ্ছভাবে মোবাইল ব্যবহারের বিল বাবদ পরিশোধিত ৮৫,৮৩৬.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে মোবাইল ফোন ক্রয়ের নথি ও বিল ভাউচার হতে দেখা যায় যে মোবাইল ফোন ক্রয় ও বিল বাবদ ২১,৩৯,৮৯৬.০০ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মঃ (ক) সরকার স্বীকৃত নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে মোট ৪,৮৪,০৭৯.০০ টাকার মোবাইল ফোন ক্রয় করা হয় **(পরিশিষ্ট-'ঝ')**। মোবাইল ফোন ক্রয়/ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়ঃ-

- মোবাইল ফোন ক্রয়ের ব্যাপারে বোর্ড অব গভর্ণরস এর অনুমোদন নেয়া হয়নি।
- মোবাইল ফোন ব্যবহারের নীতিমালা/প্রাধিকার প্রণয়ন করা হয়নি।
- ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ না করায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা হয়নি।
- প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি কক্ষে পিএবিএক্স এবং ম্যানেজার হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মকর্তাগণের জন্য ল্যান্ডফোন থাকা সত্ত্বেও অফিসিয়াল মোবাইল ফোন ক্রয় এবং ইহা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) বিল ভাউচার যাচাই করে দেখা যায় যে ক্রয়কৃত মোবাইল ফোনের বিল বাবদ ১৫,৬৯,৯৮১.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণী **পরিশিষ্ট "ঞ"**তে প্রদর্শন করা হল।

- প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয় এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে টিএন্ডটি ল্যান্ডফোন চালু থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত বিধি-বিধান উপেক্ষা করে মোবাইল ফোন ব্যবহার ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ২০০৩-২০০৪ খ্রিঃ সালে তিন জন পরিচালক ২টি করে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে ৩ জনের অতিরিক্ত তিনটি মোবাইল ফোন যথেচ্ছভাবে ব্যবহার জনিত ব্যয় ৮৫,৮৩৬.০০ টাকা **(পরিশিষ্ট-'ট')**।

উক্ত সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব আমজাদ হোসেন পরিচালক এবং জনাব আজমল হোসেন ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ ফোন ক্রয়ের বিষয়ে ক্রয় কমিটির অনুমোদন আছে এবং দাতা সংস্থা থেকে অর্থ পাওয়া গেছে। (ক) মোবাইল ফোন সরাসরি ক্রয় করা হয়েছে। পরিচালকগণকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাসায় টিএন্ডটি ফোনের পরিবর্তে ১ টি করে মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়েছে। (খ) কর্মকর্তাগণকে জরুরী ভিত্তিতে মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়েছে। সিলিং ও ব্যবহার সংক্রান্ত ১১-১০-২০০১ খ্রিঃ, ১৯-০১-২০০২ খ্রিঃ, ১৪-০৯-২০০২ খ্রিঃ ও ০৯-০৩-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ মোতাবেক মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ মোবাইল ফোনের ক্রয় এবং ব্যবহারের বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন নেয়া হয়নি এবং একই ব্যক্তির দুটি মোবাইল ফোন ব্যবহাব যুক্তিযুক্ত নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সরবরাহকৃত সকল মোবাইল সংযোগ বাতিলপূর্বক ব্যয়িত সকল অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ১৯

শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে অফিস ভাড়া চুক্তিকরণ ও চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ৩০,০০,০০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদান।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে অনিয়মিতভাবে অফিস ভাড়া চুক্তিকরণ ও চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ৩০,০০,০০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মঃ

- প্রধান কার্যালয়ের জন্য অফিস ভাড়া বাবদ প্রথমে ৩০-৪-২০০১ খ্রিঃ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বার ১-৫-২০০১ খ্রিঃ হতে ৩০-৪-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ৫ বছরের জন্য বাড়ীর মালিক মিঃ আব্দুল বাতেন এর সাথে ১২-৪-২০০১ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় এবং চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বেই ভাউচার নং ০৫২৮ তারিখ ১১-৪-২০০১ খ্রিঃ এর মারফতে ৩০,০০,০০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়।

- ৩০-৪-২০০১ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ৪৫ দিন পূর্বে মাত্র একটি সংবাদ পত্র "ডেইলি ষ্টার" পত্রিকায় ১৬-৩-২০০১ খ্রিঃ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পত্রিকার মূল কপি অডিটকে সরবরাহ করা হয়নি।

- নথি নং- ১৯/২০০০ এর নোটাংশ পৃঃ ৭, টোকা অনুচ্ছেদ-১০ -এ- উল্লেখ করা হয়, "পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির আলোকে চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। কিন্তু কি ধরনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছিল তা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত হয়নি। অর্থাৎ প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ নিরীক্ষাকে সরবরাহ করা হয়নি।

- বাড়ী ভাড়ার চুক্তি Lump sum ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে। কোনরূপ পরিমাপ গ্রহণ ব্যতিরেকে চুক্তি সম্পাদন করায় ভাড়া নির্ধারণের যৌক্তিকতা পাওয়া যায়নি। ভাড়ার হার মাসিক ১,২০,০০০.০০ টাকা নির্ধারণের ভিত্তি নির্ণয় করা হয়নি।

- ভেন্ডারের নিকট থেকে সংগ্রহকৃত ষ্ট্যাম্প পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে চুক্তি ষ্ট্যাম্প ২৬-৪-২০০১ খ্রিঃ তারিখে ক্রয় করা হয়েছে অথচ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে ১২-৪-২০০১ খ্রিঃ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বের দিন ১১-৪-২০০১ খ্রিঃ তারিখে ৩০,০০,০০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদান অনিয়মিত। চুক্তি স্বাক্ষরের ১৪দিন পর ক্রয়কৃত ষ্ট্যাম্প backdated স্বাক্ষরকরণ পরস্পর যোগসাজসের একটি প্রমাণ।

উক্ত সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন জনাব এ কিউ সিদ্দিকী।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ ৪৫ দিন পর্যাপ্ত সময় মনে হয়েছে। প্রয়োজন মত প্রস্তাব না পাওয়ায় আলাদা মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরী হয়নি। ৫টি ফ্লোরের জন্য ১,২০,০০০.০০ টাকা মাসিক ভাড়া সাশ্রয় বলে মনে হয়েছে। মাসিক ভাড়ার সাথে সমন্বয় করে উক্ত অগ্রিমের অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ বিষয়টি একাধিক পত্রিকার মাধ্যমে বহুল প্রচার করা হলে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব পাওয়া যেত। ফলে বিপুল পরিমাণ অগ্রিম প্রদানের প্রয়োজন হত না।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ পরস্পর যোগসাজসে চুক্তি করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক

অনুচ্ছেদঃ- ২০

শিরোনামঃ বোর্ড অব গভর্ণরস এর অনুমোদন ব্যতিরেকে "সিদ্ধান্ত আছে মর্মে" আদেশ জারী করতঃ মহার্ঘ ভাতা প্রদানজনিত অনিয়ম।

বিষয়বস্তুঃ পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/০০ খ্রিঃ হতে জুন/০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে বোর্ড অব গভর্ণরস এর অনুমোদন ব্যতিরেকে মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মঃ
- বোর্ড সভার কার্যবিবরণী ও বেতন সংক্রান্ত বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে স্মারক নং এইচ আর এম ৩৫/২০০৩/২৩৯৬ তাং ০৩-০৮-০৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১-১০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা /কর্মচারীকে মূল বেতনের ৮% এবং ১১-১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীকে ১০% হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত ০১-০৭-২০০৩ খ্রিঃ হতে কার্যকর করা হয়।

- স্মারকে উল্লেখ করা হয় ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা পর্ষদ উক্ত ভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অথচ বিস্তারিত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে পরিচালনা পর্ষদ শুধুমাত্র বাজেট ও Operational plan অনুমোদন করেছে যাতে মহার্ঘ ভাতার বিষয়টি উল্লেখ ছিল না।

- মহার্ঘ ভাতার বিষয়টি ৬ষ্ঠ সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত অর্থ ব্যয় সম্বলিত সিদ্ধান্ত পরিচালনা পর্ষদকে পাশ কাটিয়ে এবং "সিদ্ধান্ত আছে মর্মে " আদেশ জারী করতঃ মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে, জনাব ফজলুল হক খান, জনাব মোশারফ হোসেন ও জনাব আমজাদ হোসেন পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ মহার্ঘ ভাতা অনুমোদিত বাজেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ১৪ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বোর্ড সভায় মহার্ঘ ভাতা প্রদানের ব্যাপারে পরিমাণ, শতকরা হার এবং কার্যকরের তারিখ উল্লেখ ছিল না। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট মিটিং এ উক্ত হার ও কার্যকরের তারিখ নির্ধারণসহ মহার্ঘ ভাতা কার্যকর করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ বোর্ড অব গভর্ণরস এর অনুমোদন ব্যতিরেকে মহার্ঘ ভাতার অর্থ ব্যয় অনিয়মিত।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অবিলম্বে উক্ত ব্যয় নিয়মিত করা আবশ্যক এবং উক্ত ভাতা প্রর্বতনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ২১

শিরোনাম ঃ মাঠ সংগঠক কর্তৃক সুদসহ ঋণের সংগৃহীত ৮,১৪,৯০১.০০ টাকা সংস্থার খাতে জমা হয়নি।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে মাঠ সংগঠক কর্তৃক সুদসহ ঋণের সংগৃহীত ৮,১৪,৯০১.০০ টাকা সংস্থার খাতে জমা করা হয়নি।

অনিয়মঃ

- বিভাগীয় মামলা নং ২৩/০২ এবং এর তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, পিরোজপুর সদর থানার ১০ জন মাঠ সংগঠক বিভিন্ন ঋণ গ্রহীতাগণের নিকট থেকে ঋণের ৬,১২,৭৪৬.০০ টাকা ও সুদের ২,০২,১৫৫.০০ টাকাসহ মোট ৮,১৪,৯০১.০০ টাকা সংগ্রহ করে সংস্থার খাতে জমাদান করেনি।

এ সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন জনাব এ, কিউ, সিদ্দিকী।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ- দায়ী ব্যক্তিদের নিকট থেকে ১,৪৭,২৬৭.০০ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং বাকী অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- সম্পূর্ণ টাকা আদায় বা সমন্বয় করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- সম্পূর্ণ টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় বা সমন্বয়পূর্বক সংস্থার খাতে জমাদান আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-২২

শিরোনাম ঃ কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে দেয় অগ্রিমের ৫০,০০০.০০ টাকা আদায় করা হয়নি।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে দেয় অগ্রিমের ৫০,০০০.০০ টাকা আদায় করা হয়নি।

অনিয়মঃ

- নথি নং-অর্থ প্রশা/কেঃ হিঃ/৮২/২০০১, কার্যাদেশ নং-২২ তারিখ ২-৫-২০০১ খ্রিঃ, ক্যাশ বহি ও ভাউচার নং ৭২৪ তাং ৩০-৭-২০০১ খ্রিঃ এবং ১০১৭ তাং ১৬-১১-২০০১ খ্রিঃ পর্যালোচনায় দেখা যায়, মেসার্স এ, কাশেম এন্ড কোং কে কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ গ্রাচুয়িটি তহবিল বিধি প্রণয়ন ও রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য নিয়োগ করা হয় এবং ৫০,০০০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- বর্ণিত কাজ সম্পাদন না করা সত্ত্বেও উক্ত অগ্রিমের টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করা হয়নি।

এ সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন জনাব এ কিউ সিদ্দিকী এবং ম্যানেজার পদে দায়িত্বরত ছিলেন জনাব আমিনুল হক।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ -কিছু কাজ করার পর প্রতিষ্ঠানটি অবশিষ্ট কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে এবং সে অনুযায়ী উক্ত টাকা আদায়ের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- জবাব স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- যেহেতু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কাজ সম্পাদন করেনি সেহেতু প্রদত্ত অগ্রিম আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ২৩

শিরোনাম ঃ অকেজো (Condemn) ঘোষণা না করে সংস্থার ৬টি চালু গাড়ি বিক্রয়জনিত অনিয়ম।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে অকেজো (Condemn) ঘোষণা না করে সংস্থার ৬টি চালু গাড়ি বিক্রয় করা হয়েছে।

অনিয়মঃ ● গাড়ীর লগবহি ও গাড়ি বিক্রয়ের নথি নং প্র-৬০/২০০০ পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংস্থা কর্তৃক তিন দফায় ৬টি চালু গাড়ির মধ্যে ১টি গাড়ি (০২-১৯৬১) জনাব জেমস কেলভিন এর নিকট ৩,০০,০০১ টাকায়, ২টি গাড়ি (০২-১৮৩১ ও ০২-১৯৬২) জনাব মন্টু বিশ্বাসের নিকট ২,৪১,২০২ টাকায়, ২টি গাড়ি (১১-০৯৬৮, ১১-০৯৬৯) মেসার্স অশিন এন্ড অরিন এন্টারপ্রাইজের নিকট ৮,৫৫,৭০০ টাকায় এবং ১টি গাড়ি (১১-২২৭৫) মেসার্স জয় এন্টারপ্রাইজের নিকট ৩,৬২,০৪৬.০০ টাকায় সর্বমোট ১৭,৫৮,৯৪৯.০০ টাকায় অনিয়মিতভাবে বিক্রয় করা হয়।

● উক্ত বিক্রয়ে নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

১) চালুগাড়ি বিক্রয় করা হয়েছে ২) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়িগুলি অকেজো ঘোষণা করা হয়নি (৩) গাড়ির বিক্রয় মূল্য পূর্বে নির্ধারণ করা হয়নি (৪) পত্রিকায় বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে করা হয়নি। (৫) সিডিউল বিক্রয় করা হয়নি (৬) একজন মাত্র দরদাতা কর্তৃক দর দাখিল করা সত্ত্বেও প্রথম গাড়িটি তার নিকট বিক্রয় করা হয়।

এ সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন ।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ - গাড়ি পুরানো হবার কারণে পরিচালন ব্যয়বহুলতার জন্য গাড়ি বিক্রয় করা হয়। অকেজো ঘোষণা করার পদ্ধতি ও দরপত্র বিক্রয়ের বিষয়টি জানা ছিল না।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- অজ্ঞতার কারণ দেখিয়ে চালুগাড়িগুলিকে অনিয়মিতভাবে বিক্রয়ের দায়/দায়িত্ব এড়ানো যায় না এবং সংস্থা প্রতিযোগিতামূলক দর হতে বঞ্চিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- অনিয়মিতভাবে সংস্থার গাড়ী বিক্রয় করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ২৪

শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারের মাধ্যমে মটর সাইকেল নিবন্ধন করায় সংস্থার ৩,৬১,৩৫০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে ঠিকাদারের মাধ্যমে মটর সাইকেল নিবন্ধন করায় সংস্থার ৩,৬১,৩৫০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মঃ

- ২১৮টি মটর সাইকেল এর নিবন্ধকরণের কার্যাদেশ নং ২৩৫ (ক) তাং ১৭-০১-২০০৪ খ্রিঃ, ভাউচার নং-৯২৩, ৯৩৮, ৯৮০, ১০০৯, ১০৭৪ তারিখ যথাক্রমে ৯-২-০৪ খ্রিঃ, ১৭-২-০৪ খ্রিঃ, ১-৩-০৪ খ্রিঃ, ১০-৪-০৪ খ্রিঃ এবং ২৪-৩-০৪ খ্রিঃ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ঠিকাদার মেসার্স রাশেদ মটরস ২১৮ টি মটর সাইকেলের জন্য মোট ২১,৮৪,০৫০.০০ টাকা গ্রহণ করে যার মধ্যে সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩,৬১,৩৫০.০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত।

- সরকারী সংস্থা হতে নিবন্ধন করার জন্য বিধিবদ্ধ সংস্থার ঠিকাদার নিয়োগ করার সুযোগ নেই। অধিকন্ত, উক্ত কাজের জন্য সংস্থার নিজস্ব লোকবল আছে।

- ঠিকাদার নিয়োগ করায় সংস্থার ৩,৬১,৩৫০.০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে এবং বাকী অর্থ (নিবন্ধন ফি) সরকারী কোষাগারে জমার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এ সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, পরিচালক পদে জনাব আমজাদ হোসেন এবং ম্যানেজার পদে জনাব এস এম আজমল হোসেন দায়িত্বরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ -২১৮টি মটর সাইকেল নিবন্ধনকরণ খুবই কঠিন, ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ কাজ। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় লোকবল নেই। তাই মেসার্স রাশেদ মটরস-কে দিয়ে উল্লেখিত কাজটি সম্পাদন করা হয়। উল্লেখ্য নিবন্ধনের যাবতীয় ব্যয়, মটর সাইকেল বরাদ্দ প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মীর নিকট থেকে আদায় করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- জবাব যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ সংস্থার নিজস্ব লোকবল থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদার নিয়োগ করে নিবন্ধীকরণের কাজ করানো অপচয়ের নামান্তর। তদুপরি সরকারী খাতে রাজস্ব জমার সঠিকতার বিষয়ে জবাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৫

শিরোনাম ঃ- অনিয়মিতভাবে ষ্টাফ বাস ভাড়া ও স্বল্প যাতায়াত ভাতা বাবদ ব্যয় ২৩,৩৭,২৮১.০০ টাকা।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন বিল ভাউচারাদি হতে দেখা যায় যে ষ্টাফ বাস ভাড়া ও স্বল্প যাতায়াত ভাতা বাবদ ২৩,৩৭,০১১.০০ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মঃ

- ২টি ষ্টাফ বাস ভাড়া ও স্বল্প যাতায়াত ভাড়া বাবদ মোট ২৩,৩৭,২৮১.০০ টাকা ব্যয় করা হয় যা অনিয়মিত। মেসার্স রুবেল পরিবহনকে ২টি ষ্টাফ বাস ভাড়া বাবদ সর্বমোট ১২,৩৭,৬১৬.০০ টাকা **(পরিশিষ্ট-'ঠ')** পরিশোধ করা হয়, কিন্তু উক্ত খাতে অর্থ বরাদ্দ ছিল না।

- উক্ত ব্যয় মেরামত ও সংরক্ষন খাতে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে, যা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয়। বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে ষ্টাফ বাস ভাড়া করে অর্থ পরিশোধ করা বিধি সম্মত নয়।

- ষ্টাফ বাস ভাড়ার পাশাপাশি প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসা থেকে অফিসে এবং অফিস থেকে বাসায় যাতায়াতের জন্য স্বল্প যাতায়াত ভাতা বাবদ ১০,৯৯,৬৬৫.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিস্তারিত **পরিশিষ্ট 'ড ১-২'**তে প্রদর্শন করা হল।

- উল্লেখ্য যে, ৩-৫ গ্রেডে কর্মরত কর্মকর্তাকে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে, ৬-১১ গ্রেডে কর্মরত কর্মকর্তাকে দৈনিক ৫০ টাকা হারে এবং ১২-১৬ গ্রেডে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৩০ টাকা হারে উক্ত দৈনিক স্বল্প যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

- অফিসের ষ্টাফ বাস, জীপ গাড়ী, কার, প্রাডো জীপ এবং ভাড়া করা ২টি ষ্টাফ বাস থাকা সত্ত্বেও স্বল্প যাতায়াত ভাতা এবং বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত ষ্টাফ বাস ভাড়া অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

উক্ত সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী, পরিচালক হিসাবে জনাব আমজাদ হোসেন এবং ব্যবস্থাপক হিসাবে জনাব আমিনুল হক কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ ভাড়া, জ্বালানী ও মেরামত খাতে যে পরিমাণ ব্যয় হয় সেই তুলনায় যাতায়াত ভাতায় কম খরচ হবে এই মর্মে যাতায়াত ভাতা প্রচলন করা হয় ও প্রদান করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ষ্টাফগণ ষ্টাফ বাস ব্যবহার করতেন। সেই সুবিধা ধারাবাহিকভাবে ফাউন্ডেশন এ বহাল রাখা হয় যার জন্য নতুন করে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- জবাব যথাযোগ্য নহে। কেননা সংস্থার গাড়ী ও পাশাপাশি ভাড়া বাস থাকা সত্ত্বেও স্বল্প যাতায়াত ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- স্বল্প যাতায়াতের জন্য ব্যয়িত এবং ষ্টাফদের জন্য ভাড়া করা গাড়ীর ব্যয় বাবদ সমুদয় অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ২৬

শিরোনাম ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে দায়িত্বভাতা বাবদ ২৭,০০০.০০ টাকা পরিশোধ জনিত ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, বিধি বহির্ভুতভাবে দায়িত্বভাতা বাবদ ২৭,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মঃ

- পরিচালক, মাঠ পরিচালন জনাব ফজলুল হক খান-কে ১-৭-২০০২ খ্রিঃ হতে ৩০-৩-২০০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন এর দায়িত্ব পালনের জন্য মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হিসাবে ৯ মাসের জন্য সর্বমোট ২৭,০০০.০০ টাকা দায়িত্ব ভাতা বাবদ প্রদান করা হয়।
- ফাউন্ডেশন এর প্রবিধানমালার অনুচ্ছেদ নং-২৫ অনুযায়ী শুধুমাত্র উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্ব ভাতা প্রদানের বিধান আছে। কিন্তু পরিচালক, মাঠ পরিচালন ও পরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন সমমানের পদ।

উক্ত সময়ে জনাব এ, কিউ, সিদ্দিকী ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ- আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ- জবাব মতে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- সত্বর উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-২৭

শিরোনামঃ জিওবি তহবিল বাবদ প্রাপ্ত ৭২০.০০ লক্ষ টাকার পৃথক ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ না করায় সমাপনী স্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি এবং উক্ত টাকার ২০০.০০ লক্ষ টাকা অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতা খাতে ব্যয় ও ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের খাত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বিষয়বস্তুঃ- পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর এপ্রিল/২০০০ খ্রিঃ হতে জুন/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে জিওবি তহবিল হতে প্রাপ্ত ৭২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অনিয়মঃ

- ২০০০-২০০১ খ্রিঃ সালের জিওবি তহবিল বাবদ অর্থনৈতিক কোড ৭১০০-শেয়ার ও ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগ খাতে ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় পেয়ে চলতি হিসাব নং- ৩৩০০২৭৪১, সোনালী ব্যাংক, সোনারগাঁও হোটেল শাখায় দাতা সংস্থার তহবিলের সাথে একীভূত করে রাখা হয়।

- উক্ত টাকা থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বাবদ সর্বমোট ২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল যা মন্ত্রণালয়কে গোচরীভূত করা হলে ২০০১-২০০২ খ্রিঃ সালের জন্য বরাদ্দকৃত ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা থেকে "বেতন ভাতা" খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় এবং ২০০০-২০০১ খ্রিঃ সালের বেতন খাতে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়।

- ২০০১-২০০২ খ্রিঃ সালের প্রাপ্ত ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা ফাউন্ডেশন কর্তৃক চাহিদা পেশ করা হয়েছিল নিম্নরূপভাবেঃ

কোড	খাত	চাহিদাকৃত অর্থ
৭১০০	শেয়ার মূলধন	১০০.০০ লক্ষ
৭১১১	ইক্যুয়িটি	৩৮০.০০ লক্ষ
		= ৪৮০.০০ লক্ষ

কিন্তু নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ৬/১২/২০০১ খ্রিঃ তারিখে নিম্নরূপ বিভাজন করা হয়ঃ-

কোড	খাত	জিওবি অর্থ
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	১১০.০০ লক্ষ
৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	২৩০.০০ লক্ষ
৭১০১ ও ৭১১১	শেয়ার ও ইক্যুয়িটি	১৪০.০০ লক্ষ
		মোট ৪৮০.০০ লক্ষ

- মন্ত্রণালয়ের স্মরাক নং-শাখা-৩/অনু-১৪/২০০১/১৩১ তাং ১৪-৫-২০০২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০০১-২০০২ খ্রিঃ সালে বরাদ্দকৃত অর্থের খরচের খাত জানিয়ে হিসাব বিবরণী প্রেরণের জন্য বলা হলেও তা জানানো হয়নি।

উক্ত সময়ে জনাব এ কিউ সিদ্দিকী ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ জিওবি এবং আর পিএ ও অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ একই ব্যাংক হিসাবে শুরু থেকে জমা করা হচ্ছে। জিওবি খাতের পৃথক ব্যাংক বিবরণী রাখার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি বিধায় তা আলাদা রাখা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ- জিওবি হতে প্রাপ্ত অর্থের জন্য আলাদা ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ এবং বেতন খাতে এই টাকা খরচের বিষয়টি স্পষ্ট করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ- মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে বেতন ভাতা খাতে অর্থ ব্যয়ে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

বাং
তারিখঃ .....
খ্রিঃ

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।